বাংলার ছোটগল্প

প্রথম খণ্ড

বাংলার ছোটগল্প

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

BANGLAR CHHOTO GALPA [DELUXE EDITION]
Collection of Bengali Short Stories
Edited by Dr. Bijit Ghosh

First Deluxe Edition
January 2026

Price Rs. 1250/-

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ

ISBN 978-81-7332-291-4

দাম : ১২৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabook@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ প্রথম খণ্ড

বাংলা ভাষার মানুষ যাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে আছেন, সেই মহামান্য ড. উইলিয়ম কেরীর লেখা গল্প দিয়েই 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শুরু করলাম। তার কারণ, পূর্বে লেখা দীর্ঘ ভূমিকায় সবিস্তারে উল্লেখ করেছি আমি।

সবকিছুরই সূচনারও আগে একটা সূচনা থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে-ব্যাপারটাকে বলতেন, 'প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানো।'

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পের প্রদীপটি জ্বলার আগেও তার সলতে পাকানোর কাজ করে গেছেন অনেকেই। বিশেষ করে, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, জলধর সেন এবং অতিঅবশ্যই স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখেরা ছোটগল্প লেখার চেষ্টা করে গেছেন। সে-সব চেষ্টা ছোটগল্পের যথাযথ শিল্পরূপ না পেলেও, গল্প হিসেবে এঁদের সৃষ্টি অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গল্পটি (ভিখারিণী —১২৮৪) তো নয়ই; তার পর লেখা তিনটি গল্পও (ঘাটের কথা—১৮৮৪, রাজপথের কথা—১৮৮৪, মুকুট—১৮৮৫) ছোটগল্পের যথার্থ সার্থকতায় পৌঁছতে পারেনি। আবার, সেই রবীন্দ্রনাথেরই লেখা পঞ্চম গল্পটি কেবল তাঁরই প্রথম সার্থক ছোটগল্প নয়, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের ধারাতেও সেটিই ('দেনাপাওনা'—১৮৯১) প্রথম সার্থক ছোটগল্প। সে-কারণেই, রবীন্দ্রনাথের আরো অজস্র অনবদ্য গল্প ('স্ত্রীর পত্র', 'পোষ্টমাস্টার', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', হৈমন্তী', 'তোতাকাহিনী', 'অতিথি', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'শাস্তি' ইত্যাদি) থাকা সত্ত্বেও আমি 'দেনাপাওনা'—কেই এখানে গ্রহণ করলাম, ইতিহাসগত কারণেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারাণী' ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের, 'বীরবালা', অমৃতলাল বসুর 'মাতৃভক্তি' বর্তমান খণ্ডে নির্বাচিত 'সন্ন্যাসিনী' গল্পটি ছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবীর আরো চারটি উল্লেখযোগ্য গল্পের কথা মনে পড়ছে। যেমন, 'শরৎকুমার', 'আমার জীবন', 'পেনে প্রীতি', 'লজ্জাবতী'। জলধর সেনের 'গৃহিনীযোগ' ছাড়াও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধুরেণ', 'নিতাই লাহিড়ী'; প্রমথ চৌধুরীর 'রাম ও শ্যাম', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'গল্প লেখার বিড়ম্বনা', 'দেবতার ভর', 'বিধবা', 'চাকুরে ভাই'; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৈতন্যচুটকি', 'ফার্স্ট টু লাস্ট'; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কাশিবাসিনী', 'বলবান জামাতা', 'আদরিণী', 'দেবী' সরলাবালা সরকারের (দাসী) 'রেলে চুরি', 'নিশি', 'ঘড়িচুরি'; চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘেন্না', 'কবুল জবাব', 'মরণ-আলিঙ্গনে', 'চুড়িওয়ালা'; ইন্দিরা দেবীর 'পুরস্কার', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'একাদশী বৈরাগী', 'অভাগীর স্বর্গ', 'সতী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি কখনই ভোলার নয়।

'কচি সংসদ' ছাড়াও মনে পড়ছে পরশুরামের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি 'বিরিঞ্চিবাবা', 'কর্দম মেখলা', 'রামরাজ্য', 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রভৃতি গল্পের কথা।

আলোচ্য খণ্ডে মোট ১০০টি গল্প নেওয়া হয়েছে। শুরু করেছি উইলিয়ম কেরীকে দিয়ে। ইতি টেনেছি শ্রী অমরেন্দ্র ঘোষ-এ এসে। লেখকদের জন্মসনের পরিপ্রেক্ষিতে এই খণ্ডের সময়সীমা ১৭৬১ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত।

ইতিপূর্বে আমার সম্পাদিত ২ খণ্ডের 'নকশাল আন্দোলনের গল্প' ও 'সত্যজিৎ-প্রতিভা', 'নানারূপে সত্যজিৎ', ৫ খণ্ডের 'প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ', 'দাঙ্গার গল্প ঃ দাঙ্গার বিরুদ্ধে', 'প্রমীলা গল্প সংগ্রহ', ২ খণ্ডের 'সিনেমার গল্প ঃ গল্পের সিনেমা', ৩ খণ্ডের 'হাসির গল্পে প্রহসন' নামের গ্রন্থগুলি পাঠকদের কাছে সবিশেষ সমাদর লাভ করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এবারেও আশা করবো, এই ৫ খণ্ডের ৫০০টি গল্পের বৃহৎ সংকলনটি পাঠকদের ভালো লাগবে। আর তাহলেই সম্পাদকের দীর্ঘ কুড়ি বছরের পরিশ্রম সার্থকতা পাবে।

এই বিশাল কাজের জন্য বিপুল ব্যয়ভার বহনের ঝুঁকি নিয়ে 'পুনশ্চ' প্রকাশনার শ্রী সন্দীপ নায়ক অতিঅবশ্যই গল্প-প্রিয় পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হবেন।

বিজিত ঘোষ

সূচিপত্র

ভূমিকা	বিজিত ঘোষ
উইলিয়ম কেরী	বন্ধুর বিক্রয়, নমাজ—পড়া ব্রাহ্মণ
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	তৃতীয় স্তবক তৃতীয় কুসুম
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ফুলবাবু
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	নরক কেমন সুখের স্থান
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	সফল স্বপ
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মধুমতী
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দামিনী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	যুগলাঙ্গুরীয়
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	গুরুদেব
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বিরহে পাগল
অমৃতলাল বসু	রায়-গৃহিণী
স্বর্ণকুমারী দেবী	সন্ন্যাসিনী
বিপিনচন্দ্র পাল	মৃণালের কথা
জলধর সেন	প্রায়শ্চিত্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দেনাপাওনা
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	চিরকুমারী
শরৎকুমারী চৌধুরানী	দিদিমা
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	চাটুয্যে-সংবাদ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ভূতের গল্প
মানকুমারী বসু	অদৃষ্ট চক্র
প্রমথ চৌধুরী	নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা
জগদানন্দ রায়	গহনার বাক্স
দীনেন্দ্রকুমার রায়	অদৃষ্টের পরিহাস
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মিতে
হিরণ্ময়ী দেবী	নীলাম
চিত্তরঞ্জন দাশ	ডালিম
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সে
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাপ্পাদিত্য
সরলা দেবী	মালতীর মালা
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	মাতৃহীনা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রসময়ীর রসিকতা
স্নেহলতা সেন	সাচ্চা গিনি ও ঝুটা গিনি
সরলাবালা সরকার	সেকালের রোমান্স
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মহেশ
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সতীন
ইন্দিরা দেবী	ছুটি
কিরণবালা দেবী সরস্বতী	উমাপতি
চন্দ্রশেখর রায়	এই প্রেম
পরশুরাম	কচি-সংসদ
বেগম রোকেয়া	সুলতানার স্বপ্ন
অনুরূপা দেবী	মা
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	প্রমাণ
বিভূতিভূষণ ভট্ট	দ্বিদল কমল
নিরুপমা দেবী	আলেয়া
ঊর্মিলা দেবী	লতা
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	নির্বাসিত
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	ঠানদিদি
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	নামৈব কেবলম
জগদীশ গুপ্ত	পয়োমুখম
মাধুরীলতা	চোর
সুকুমার রায়	ব্যা
কিরণধন চট্টোপাধ্যায়	লাভার
দীনেশরঞ্জন দাশ	পার্বতী
হেমেন্দ্রকুমার রায়	নিতান্ত হাল্কা মামলা
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	সাগরের মায়া
নরেন্দ্র দেব	অপবাদ
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	গরীব
গিরিবালা দেবী	আকাশ-প্রদীপ
হেমেন্দ্রলাল রায়	পথের ধুলোয়
জ্যোতির্ময়ী দেবী	একটা প্রকাণ্ড ‘হাঁ’
শান্তা দেবী	সিঁথির সিঁদুর
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	মুকুর
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মেঘমল্লার
গোকুলচন্দ্র নাগ	শিশির
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	ট্যারা
রমেশচন্দ্র সেন	সাদা ঘোড়া
শৈলবালা ঘোষজায়া	কর্পূরের মালা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	নিমন্ত্রণ-রক্ষা
সীতা দেবী	মুক্তির মূল্য
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	য়ীহুদী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	পুঁটুরাণী
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	গাঁয়ের ডাক্তার
মণীন্দ্রলাল বসু	মায়ের দিন
পরিমল গোস্বামী	শেষের হিসাব
অপর্ণা দেবী	বিমাতা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাইনী
বনফুল	অদ্বিতীয়া
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	অচিন পাখি
নজরুল ইসলাম	ব্যথার দান
জীবনানন্দ দাশ	মেয়েমানুষ
সজনীকান্ত দাস	পান্নালাল
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	রেশ
প্রমথনাথ বিশী	লবঙ্গীয় উন্মাদাগার
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	আমাদের অনন্ত
মনোজ বসু	খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি
শিব্রাম চক্রবর্তী	অথ আয়োডিন ঘটিত
জরাসন্ধ	রাম-বিভ্রাট
গোপাল হালদার	পয়লা আষাঢ়
মণীশ ঘটক	কালনেমি
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	মেথর-ধাঙড়
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	সন্ধ্যা হয়ে আসে
সুবোধ সেনগুপ্ত	সোনাগলা রোদ
প্রেমেন্দ্র মিত্র	সংসার সীমান্তে
মুজতবা আলী	নেড়ে
অন্নদাশঙ্কর রায়	বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি
ভবানী ঘটক	সহাবস্থান
প্রবোধকুমার সান্যাল	অঙ্গার
পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়	রমণরণ
সতীনাথ ভাদুড়ী	ধস
অমরেন্দ্র ঘোষ	মা

ভূমিকা

গল্প আমাদের বড় আদরের জিনিস। গর্বের ধন। সে কী আজকের কথা মানবজন্ম থেকেই গল্পেরও জন্ম। মানুষ কথা বলতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শিখেছে গল্প বলতে পারাও। গল্প শব্দটি এসেছে 'জল্প' বা 'জল্পন' বা 'জল্পনা' থেকে। আর জল্পনা হল মানুষের কথাবার্তা। এর মধ্যে আমরা সহজেই মানুষের কল্পনা—প্রবণ মনের সন্ধান করতে পারি। আসলে মানুষ তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে গিয়ে তাকে কল্পনার নানা রঙে রাঙিয়ে মনোহারী করে তুলতো। গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি। মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন গল্প বলার ইতিহাস। যাযাবর মানুষের মনে একদিন প্রথম দেখা দিয়েছিল কথার অঙ্কুর। সেই কথাকে তারা প্রথম রূপ দিয়েছিল ভাষার মধ্যে। মানুষের গল্প বলার/ শোনার আকাঙক্ষা সেই আদিম কালের।

গল্পের উৎসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় পুরাকাহিনী। রূপকথা। আর, উপকথার কথা। হোমারকে বলা হয় প্রতীচ্য গল্প—সাহিত্যের পথ—নির্দেশক। এছাড়া তো আছেই আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের গল্প। সে—সব গল্প ছড়িয়ে—ছিটিয়ে আছে 'ঋগ্বেদে'। 'জাতকে'। 'রামায়ণে'। 'মহাভারতে'। 'পঞ্চতন্ত্রে'। আর গল্প আছে আরব্য—পারস্য উপন্যাসে।

কালিদাসের 'রঘুবংশম—কে তো একটা গল্প—ভাণ্ডারই বলা চলে। এছাড়া 'হিতোপদেশ', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎসাগর', 'বৃহৎ—কথামঞ্জরী', 'দশকুমার চরিত', 'হর্ষচরিত', 'কাদম্বরী', 'বাসবদত্তা' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ভারতের 'কথাসরিৎসাগর' সমগ্র পৃথিবীকেই ব্যাপ্ত করেছিল। গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ থেকেই গল্পের ধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশঃ তা এক বিশ্ব—কথাসরিৎসাগ পরিণত হয়।

'গোপীচাঁদের গীত', 'মনসার ভাসান', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শীতলা মঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রভৃতি পাঁচালী বা গাথাগুলিকেও বাংলা সাহিত্যের আদি—গল্প রূপে ধরা যেতে পরে।

মানুষের নন্দন সাধনায় গল্প রচনা ও গল্পের বাসনা দিনে দিনে একাগ্র হয়েছে। আজও গল্প—সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এখনও গল্পের জাদুতে মুগ্ধ।

সেই কতকাল আগে কোনমহাজন কথাকে বৃহৎ করে লিখেছিলেন 'বৃহৎ---কথা'। আর কথা—সরিতের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন যিনি বা যাঁরা, তাঁরা তো আজ ইতিহাস। এগুলোই আমাদের বাংলা গল্পের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। জন্তু—জানোয়ার—পক্ষী যাঁরা নায়ক বা কথকের মর্যাদা দিয়ে গল্প শুনিয়ে গেছেন, সেই সাহসী আদি গল্পকারগণ আমাদের প্রণম্যজন। বহুকাল আগে 'পঞ্চতন্ত্র' আর 'হিতোপদেশ'—এও তো কম মহান গল্প শোনানো হয় নি। তারও পর কত—শত শতক পার হয়ে গেল চর্য্যা আর পদ্যের প্রবহমানতায়। সেই বয়ে চলা স্রোতোধারায় ক্রমশঃ একের পর এক এসে গেল গদ্য। গদ্য—সাহিত্য। আদি—গল্প। গল্প। ছোটগল্প।

(২)

বাংলা গদ্যের সূচনা ও ক্রমবিকাশে সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিশিষ্ট অবদানের কথা বলতেই হয়। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এও উল্লেখ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০) দু'শ বছর আগেও বাঙালি সমাজে গদ্যরীতির প্রচলন ছিল।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে চিঠিপত্র, দলিল—দস্তাবেজ, আবেদন—পত্র, মামলা—মোকদ্দমা বিষয়ক লেখাপত্র ও অন্যান্য দু'চারটি ছোটখাটো বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। যদিও সে—সব ছিল নিতান্তই কাজকর্মের ভাষা। বলাবাহুল্য, সেই কেজো গদ্যভাষা আদৌ শিল্পের ভাষা নয়। তা গদ্য মাত্র। গদ্য—সাহিত্যও কখনই নয়।

দোম আন্তোনিও (আন্তোনিয়ো) দো রোজারিয়ো (রোজারিও) রচিত 'ব্রাহ্মণ—রোমান—ক্যাথসংবাদ' গ্রন্থটি ১৭২৬—এর পূর্বেই রচিত বলে অনুমিত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন 'ব্রাহ্মণ—রোমান—ক্যাথসংবাদ' শিরোনাম দিয়ে এটি প্রকাশ করেন। এটি নিছক একটি ধর্ম—পুস্তিকা।

১৭৩৫—এ রচিত হয় পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল (মানোয়েল)—দা—আস্সুম্পসাঁও—এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এটিও প্রশোত্তর ঢ়ঙে লেখা একটি ধর্ম—পুস্তিকা মাত্র।

এভাবে ক্রমশঃ বাংলা গদ্য, পুঁথি থেকে মুদ্রণের যুগে আসতে থাকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই কলেজের অবদান বিস্ময়কর।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত—মুনশীরাই প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইংলন্ড থেকে নবাগত কিশোর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও ইতিহাস শেখাবার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে বাংলা গদ্য—সাহিত্যে এই কলেজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লির নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কেরী সাহেব এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বাংলা গদ্য—গ্রন্থের মুদ্রণ ও ক্রমবিকাশে এই বিদেশী মানুষটির অবদান প্রতিক্ষণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১৭৬১—র ১৭ই আগস্ট নরদামটন—শায়ারে পলাস—পিউরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কেরী। ধার্মিক পিতার ধার্মিক পুত্র। ধর্মপ্রচারের জন্য সপরিবারে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৭৯৩—এর ১১ই নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছে ধর্মপ্রাণ ডাগু্তার জন টমাসের বাংলার শিক্ষক রামরাম বসুকে কেরী তাঁর মুনশী নিযুগু্ত করেন। সেদিন থেকেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের বিনিময়ে কেরীকে বাংলা শেখাবার জন্য নিয়োজিত হন রামরাম বসু।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের ভার পান উইলিয়ম কেরী। সেই ভার গ্রহণের পর তিনি বিভাগীয় সুপরিচালনার অভিপ্রায়ে কয়েকজন পণ্ডিত—মুনশীর নিয়োগ সুপারিশ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু। রামরাম এই কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। কেরী যাঁদের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭—১৮১৩)।

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১—১৮৩৪) রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থ দুটির শেষোগু্ত গ্রন্থটির মধ্যে ('ইতিহাসমালা') বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গল্পরসের সন্ধান পাই। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ইতিহাসমালা'—র গল্পগুলির উৎস লোককথা হতেও পারে। তবু এই আখ্যান

বা গল্পগুলির মধ্যে কেরীর উর্বর কল্পনা, মৌলিক ভাবনা ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে নিশ্চয়ই। ‘ইতিহাসমালা’—য় কেরীর গল্পগুলি পড়লেই এ—কথার সত্যতা মিলবে। গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। কখনো—কখনো চমৎকার কৌতুকরস পরিবেশনে সবিশেষ দক্ষতা বা মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কেরী। তাঁর রচনাভঙ্গিমাও চিত্তাকর্ষক। সরল গল্প—আখ্যান পাঠককে আনন্দ দেয়।

বাংলা গদ্যরীতির সাধুপ্রকরণটি যে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, তা ১৮১২—তে কেরীর রচিত ‘ইতিহাসমালা’ থেকেই বেশ টের পাওয়া যায়। এখানে কিছু কিছু গল্পে চমৎকার সরস রঙ্গ—কৌতুকের উদার প্রকাশ ঘটেছে। এজন্য কেরী, সেই—কালের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে এ—কালেও নিশ্চয়ই সকলের উচ্চপ্রশংসাই পাবেন। তাই তাঁর লেখা গল্প বা আখ্যান দিয়েই শুরু করলাম এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড।

এই সংকলনের প্রথম লেখক উইলিয়ম কেরীর জন্ম ১৭৬১—তে। শেষ করেছি যে গল্পকারের গল্প দিয়ে তাঁর জন্মসন ১৯৬৮। অর্থাৎ উইলিয়ম কেরী থেকে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্দ্ধও অতিক্রম করেছি আমরা।

কেরীর নির্দেশেই তাঁর পূর্বে অবশ্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭—১৮১৩)। ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১) এবং ‘লিপিমালা’ (১৮০২)। এ—কথা সত্য, ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ বাংলা অক্ষরে ছাপা বাঙালির রচিত প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু নীরস, তথ্যসর্বস্ব এই রচনায় গল্প—রসের কোনো অবকাশই ছিল না। তাছাড়া প্রথম মুদ্রিত গদ্য—গ্রন্থের রচনাকার হলেও গদ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়।

সে কৃতিত্বের প্রধান দাবীদার সে—যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২—১৮১৯)। ইনি লেখেন ‘বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২), ‘হিতোপদেশ’ (১৮০৮), ‘রাজাবলি’ (১৮০৮) ও ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ (১৮১৩—তে রচিত, ১৮৩৩—এ মুদ্রিত)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কলমে ছিল বিশেষ প্রতিভার স্পর্শ। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা গদ্য, গদ্য—সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই একমাত্র ভাষা—সচেতন শিল্পী। তাঁর রচিত ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’—র একাধিক আখ্যান উৎকৃষ্ট গল্প হয়ে উঠেছে। ভাষার মাধুর্যে, হাস্যরস সৃষ্টিতে, ব্যঙ্গ—কৌতুকের ছটায়, সর্বোপরি গল্প—রস পরিবেশনের কৃতিত্বে ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’—র একাধিক আখ্যান বা গল্প সে—যুগের পক্ষে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যেই প্রথম ভাষার প্রসন্নতা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, সর্বোপরি গল্প—রস পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের (১৭৭৪—১৮৩৩) রচনায় গল্প—রস ব্যাপারটা কল্পনাতেও আসে না। আসলে তিনি যুক্তি র অস্ত্র ধারণ করে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য রচনার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষায় তার্কিকতাই প্রধান। পরমত খণ্ডন ও নিজমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র অভিপ্রায়ে তাঁর গদ্য হয়েছে শাণিত অস্ত্র। সাময়িক প্রয়োজনের জন্য লেখালিখি হওয়ায় সেখানে রম্য—সাহিত্য রস সৃষ্টির কোনো অবকাশই ছিল না। রামমোহন রায় ছিলেন প্রধানত যোদ্ধা। শিল্পী নন। তবে এ—কথা স্বীকার করতেই হয়, তাঁর গদ্যেই বাঙালির প্রথম মানসমুক্তি ঘটেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭—১৮৪৮) লেখালিখির প্রধান ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সমাজের হিতসাধন। তবু তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনার মানসে আখ্যানধর্মী নকসা লেখেন। সেই রচনাগুলিতেও আমরা যথেষ্ট গল্পরসের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি হয়ে উঠেছে এক—একটি সামাজিক গল্প।

যেমন অসংখ্য ছোট ছোট আখ্যানধর্মী সামাজিক গল্পের ফুল দিয়ে একটি অখণ্ড মালা গেঁথেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩) তাঁর ‘আলালের ঘরের দুলাল’—এ।

বিদ্যাসাগরের (১৮২০---১৮৯১) সকল কর্মেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর গভীর সমাজ—সচেতনতা—বো। তাঁর গ্রন্থাবলী রচনার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর 'আখ্যানমঞ্জরী'—তেও এই সমাজ—সচেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭—১৮৯৪) রচনাতেও আমরা পেয়েছি কাহিনীধর্মী গল্প—রস।

(৩)

তবে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান করলে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই গল্প পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে 'ছোটগল্প' নামক একটি বিশিষ্ট রূপ—সৃষ্টি শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। তাই ছোটগল্প একেবারেই আধুনিক যুগের সন্তান। প্রাগাধুনিক যুগে আধুনিক ছোটগল্পের পূর্বপুরুষ সন্ধান নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। আসলে প্রশ্নমুখর আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন না হলে ছোটগল্পের জন্ম হতে পারে না। তাই, ছোটগল্পের জন্ম একেবারে আধুনিক যুগে। শিল্পবিপ্লবের পর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

ছোটগল্পের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ক্রম—গ্রসরমান জীবনধারায়। ছোটগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তর আমেরিকায়, ওয়াশিংটন আরভিং—এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল', এডগার অ্যালান পো—র 'ম্যানুসক্রিপ বাউন্ড ইন এ বটল', আর নাথানিয়েল হথর্ন—এর 'সিলেশ্চিয়েস ওমনিবাস'—এ। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হ'ল, ছোটগল্পের জন্ম পুরোনো পৃথিবীতে (ইউরোপে) হয়নি। হয়েছে নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকায়)।

একসময় জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলি পারিপার্শ্বিকের চাপে ধ্বসে পড়ে। প্রকাশব্যাকুল ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজচেতনার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সংস্কারকে দেবতাজ্ঞানে আর ভক্তি করতে চায় না। এমন সময়েই বুঝি ব্যক্তির হৃদয় থেকে ধ্বনিত হয় আত্মজিজ্ঞাসা। 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আর?'

ছোটগল্পের জন্ম এই লগেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ—আমেরিকায় দেখা দিয়েছিল এই সংঘর্ষ। মুক্তি—ব্যাকুলতা। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সমাজ—সচেতনতা। এই সময়ে ফ্রান্সে, উত্তর আমেরিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে দেখা দিলেন ছোটগল্পের প্রথম পাঁচ প্রবর্তক। গী দ্য মোপাসাঁ। এডগার অ্যালান পো। নাথানিয়েল হথর্ন। নিকোলাই গোগোল। এবং রবীন্দ্রনাথ।

ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ কঠিন। আজ পর্যন্ত ছোটগল্পের কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয়নি। এ—থেকেই প্রমাণ হয়, ছোটগল্প কত বিচিত্র—রকমের হতে পারে।

সব গল্পই ছোটগল্প নয়। এমনকি আকারে ছোট হলেও সে গল্প অনেক সময় ছোটগল্প নাও হতে পারে। ছোটগল্পের চরিত্র—সংখ্যা কম। ঘটনাও কম। পরিশেষে কোনো একটি প্রধান ঘটনা বা চরিত্র বা ভাব প্রাধান্য লাভ করে এখানে।

ছোটগল্প জীবনের ফলবান খণ্ড মুহূর্তের রূপায়ণ। সেই সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ জীবন—জিজ্ঞাসাও বটে। ছোটগল্পের গঠন—কৌশল বিষয়ে সবচেয়ে জরুরি হল, একাগ্র—কল্পনা—সংহ। উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির একমুখিতা। ছোটগল্প প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত, 'ছোটগল্প বলবারও একটা আর্ট আছে, এবং আমার বিশ্বাস এ আর্ট নভেল লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন।....আর্টে কনটেন্টের মূল্যের চাইতে ফর্ম—এর মূল্য ঢের বেশি।'

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, '..... আধুনিক ছোটগল্প হল যন্ত্রণার ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে — অন্তত। মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার